এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

সেপ্টেম্বর ২০০৯

BOOK POST - PRINTED MATTER

জিএমও আবার কী ? ১৪/১৭৪

ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশই জিএম প্রযুক্তি ছাড়া সাবেকী পদ্ধতিতেই ফসলের চাষ চালিয়ে যাচ্ছে। আফ্রিকার জাম্বিয়া জিন ভুট্টা বাতিল করে সাধারণ ভুট্টা চাষে জোর দিয়েছে। ফিলিপাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. আন্তনিয়ো মার্কাডো একটি নতুন প্রজাতির ভুট্টা তৈরি করেছেন যা খরার সময়েও ২৯ দিন বেঁচে থাকতে পারবে। ভারতেও নয়টি রাজ্যের চাষিদের নিয়ে 'নবধান্য' দু হাজার দেশীয় প্রজাতির ধানের একটি তালিকা তৈরি করেছে। 'তেহরি বীজ বাঁচাও আন্দোলন' নামে আর একটি এনজিও ধান, গম, জোয়ারসহ বিভিন্ন ফসলের বীজ সংরক্ষণে চাষিদের সাহায্য করছে। ভারতীয় চাষিরা এমন অনেক প্রজাতির ধান বংশ পরম্পরায় চাষ করে আসছে ,যেগুলি জলবায়ুঘটিত কঠিন পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে পারে। যেগুলো পক্ষকাল ডুবে থাকলেও দিব্যি বেঁচে থাকে। এমন কি বেড়ে ওঠে নোনা মাটিতেও। জিএম ওর পাশাপাশি সাবেকী প্রথাও এভাবেই একটু একটু করে জোরদার হচ্ছে।

শিশু শ্রমিকের ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ১৪/১৭৫

'জীবজ্যোতি' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিশু শ্রমিকদের জন্য একটি ব্যাঙ্ক খুলেছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'চাইল্ড ডেভলপমেন্ট খাজানা'। এই ব্যাঙ্কটিতে কেবল ৯ থেকে ১৯ বছর বয়েসের শিশু শ্রমিকরাই সদস্য হয়। ব্যাঙ্কটির পরিচালনার ভারও ওই শিশু শ্রমিকদের। জমা টাকা থেকে ঋণ নিয়ে তারা নিজেদের শিক্ষা বা ব্যবসা চালায়। তবে ব্যাঙ্কের নিয়মানুযায়ী, শিক্ষা বা জীবিকা ছাড়া অন্য খাতে তারা এই টাকা খরচ করতে পারেনা।

...কর্পোরেট মুদিখানা ১৪/১৭৬

মুদিখানার দ্রব্য ও খাদ্যবস্তুর বেচাকেনা এবং এই ক্ষেত্রে সরাসরি বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা নিয়ে সংসদীয় কমিটি মত দিয়েছে। শুধু বিদেশি কোম্পানি নয়, কমিটি ভারতীয় কর্পোরেট সংস্থাগুলির খুচরো বিক্রি বা তাদের জিনিস 'মল' থেকে বিক্রি করা নিয়েও তীব্র আপত্তি তুলেছে। বিষয়টি নিয়ে রাজ্যসভার কাছে কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছে সেখানে বলা হয়েছে, খুচরো বিপণন ব্যবস্থার ফলে ছোট ব্যবসায়ী ও দোকানগুলি ভীষণভাবে মার খাবে। কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে প্রায় কুড়ি কোটি মানুষের। কিন্তু সংসদে পেশ করা প্রাক্-বাজেট আর্থিক সমীক্ষায় সংসদীয় কমিটির রিপোর্টটিকে অবজ্ঞা করে, খাদ্য সামগ্রীর খুচরো বিপণনে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের পক্ষে সওয়াল করা হয়। দোহাই দেওয়া হয় আর্থিক বিকাশ ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনকে। দিল্লির খাদ্য-নীতি বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞ দেবিন্দর শর্মার মতে, সংগঠিত খুচরো বিক্রির ফলে পৃথিবীর সর্বত্র চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদি ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বড় চাষিরাই এই ব্যবস্থার ফলে বিপদে পড়ে, তাহলে আমাদের দেশের গরিব চাষি -যারা সামান্য পরিমাণ জমির মালিক তাদের কী অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

জৈব চাষ–কী উচ্ছ্বাস ১৪/১৭৭

ভারতে জৈব চাষের গুরুত্ব বাড়ছে। তার প্রমাণ এইক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের বিশেষ বৃদ্ধি।আর্থিক মূল্য প্রায় সাড়ে সাতশো কোটি টাকা। দেশের ২৩টি রাজ্যে জৈব চাষের পরিমাণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। দেশজুড়ে জৈব ফুড

DRCSC, 58A, Dharmatala Road, Bosepukur, Kasba, Kolkata - 42. Ph: 2442 7311, 2441 1646, E-mail: drcsc@vsnl.com, Website: www.drcsc.org

পার্ক গড়ে তোলা এবং তার পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ করতে ,খাদ্য- প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের থেকে আসা প্রস্তাবগুলি মন্ত্রক বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে। পশ্চিমের দেশগুলি জৈব খাদ্যের মান নিয়ে কঠোর হওয়ায়, ইদানীং ভারতের চাষি ও রফতানিকারকরাও এই ব্যাপারে সতর্ক হয়েছে। ফলে আশা করা যায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ ভারতে উৎপাদিত জৈব ফসলের প্রতি আরও বেশি করে আকৃষ্ট হবে।

হাওয়া ভালো না ১৪/১৭৮

বায়ু দূষণ থেকে কাশি, শ্বাসকষ্ট, ফুসফুস- হৃদযন্ত্রের গোলযোগ ইত্যাদি রোগের সংক্রমণ হয়। বায়ুদূষণ হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটিসকে তীব্র করে। কিন্তু জানা ছিল না, মাত্র তিনদিনের মধ্যে বায়ু দূষণের কারণে আমাদের শরীরে জিনের অদলবদল ঘটে যেতে পারে। যার পরিণতি ক্যান্সারসহ অন্যান্য জটিল অসুখের সম্ভাবনা। আবার বাতাসে দূষিত কণার আয়তন যত ক্ষুদ্র হবে বিপদের আশঙ্কাও ততটাই বেড়ে যাবে। ভাসমান এই কণা ফুসফুসের ক্যান্সারের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত। বিজ্ঞানীরা ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ত ও নমুনা পরীক্ষা করে জিন প্রোগ্রামিং-এর পরিবর্তন লক্ষ করেছেন। এর জন্য দায়ী রাসায়নিক পরিবর্তনকে বলা হয় 'মিথাইলেশন'। মিল খুঁজতে তাঁরা ধাতু গালাই শিল্পে কর্মরত কিছু স্বাস্থ্যবান মানুষদের উপর পরীক্ষা চালান। কাজ শুরু করার তিনদিন পর থেকে তাদের দেহে ডিএনএ-র পরিবর্তন ধরা পড়েছে।

থোরা সা পানি!! ১৪/১৭৯

রাজধানী দিল্লিতে ঘনিয়ে আসছে এক মহাসংকট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নাসা' যে উপগ্রহ চিত্র পাঠিয়েছে সেই চিত্রের উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, পাঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানাসহ দিল্লির ভূগর্ভস্থ জলস্তর বছরে এক ফুট করে নেমে যাচ্ছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে ওই রাজ্যগুলির সাড়ে এগারো কোটি মানুষ এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে। 'নেচার' পত্রিকা বলছে ২০০২ থেকে ২০০৮ মাত্র এই ছ-বছরে, রাজ্যগুলি ১০৯ ঘন কিলোমিটার পরিমাণ মাটির নীচের সঞ্চিত জল খরচ করেছে। জলবায়ুর পরিবর্তন নয়, এর জন্য দায়ী শুধুই মানুষের অপরিণামদর্শী কাজকর্ম বলে প্রতিবেদনটিতে অভিযোগ করা হয়েছে। জনসংখ্যার চাপ বাড়তে থাকায় শিল্প, কৃষি ও পানীয় জলের চাহিদা বেড়েই চলছে। ভবিষ্যতে এই চাহিদা কমার কোনো লক্ষণই নেই। সবুজ বিপ্লবের সুফল পেতে গিয়ে, সেচের জন্য প্রচুর পরিমাণে জল ভূগর্ভ থেকে তোলা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

আদার ব্যাপারী-ই ১৪/১৮০

পণ্ডিচেরীতে বন্দর গড়ে তোলার বিপক্ষে 'পণ্ডিক্যান' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রেসিডেন্ট প্রবীর ব্যানার্জীর নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। তার শুনানি। পরিবেশ সচেতন মানুষদের হতাশ করেছে। গভীর জলের বন্দরটি ঐতিহ্যবাহী পণ্ডিচেরী শহরের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে ধ্বংস করে দেবে বলে প্রবীর ব্যানার্জী জানিয়েছেন। তার মতে পণ্ডিচেরীতে প্রস্তাবিত বন্দরটি একটি উদাহরণ মাত্র। এরকম অনেকগুলো আবেদন জমা পড়েছে। যদি জমা পড়া আবেদনপত্রগুলি মঞ্জুর হয়, তাহলে দেশের সমগ্র উপকূল জুড়ে প্রতি ৩০ কিলোমিটার অন্তর একটি করে বন্দর গড়ে উঠবে। ফলে উপকূল ভাগের পরিবেশ সুরক্ষা আইনটি কার্যত প্রহসনে পরিণত হবে। বিপন্ন হবে উপকূলে বসবাসকারী অসংখ্য মানুষের জীবন-জীবিকা এবং বাসস্থানও। কৃষিজমি পর্যবসিত হবে পতিত জমিতে। উপকূলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পর্যটন শিল্পও মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে বন্দরগুলি থেকে যে আয় হওয়ার সম্ভাবনা আর অনেকটাই বিফলে যাবে।

সিলিকন ভ্যালি? ১৪/১৮১

মাইনিং শিল্পের রমরমায় পরিবেশ দূষণের শিকার হচ্ছে এই শিল্পে জড়িত অসংখ্য শ্রমিক। এদের বেশিরভাগই দলিত বা আদিবাসী। সিলিকোসিস হল এক ধরনের রোগ যা মাইনিং, পাথর খাদান, কাচ, সেরামিক, লোহা ও স্টিল ফাউন্ড্রি, রেলরাস্তা ও জাহাজ শিল্পে কর্মরত মানুষদের হয়ে থাকে। ইদানীং সিলিকাঘটিত রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। রোগটি নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। আর পাঁচটা রোগের মতো এট একটি সাধারণ ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে। শুধু ভারতের মতো বিকাশশীল দেশেই নয়, উন্নত দেশগুলিতেও আজও এটি একটি সব থেকে মারাত্মক ঝুঁকির অস্বাস্থ্যকর পেশা। প্রচুর পরিমাণ সিলিকা শরীরে প্রবেশ করে। তা কিন্তু তা সহজে বোঝার উপায় থাকে না। কারণ এটি গন্ধ ও বর্ণহীন। রোগের শুরুতে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পরে বাড়ে এবং তার সঙ্গে কাশি হয়। পরবর্তীকালে আক্রান্তের দেহের ওজন কমে এবং ভীষণ ক্লান্তি অনুভব হয়। শেষে আক্রান্ত ব্যক্তি ঘুমোতে পারে না এবং থুতুর সঙ্গে রক্ত বেরোয়। দুঃখের বিষয়, কেন্দ্র বা রাজ্য উভয় সরকারের কাছে রোগটিতে আক্রান্তের সংখ্যা বা আনুষঙ্গিক কোনো তথ্য নেই। রোগটি ঠেকানোর জন্য সেইরকম কোনো উদ্যোগও নেই।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

ফিশ..! ইশ্ শ্... ১৪/১৮২

টক্সিক লিংক ও দিশা নামে দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের ৬০টি বিভিন্ন মাছের প্রজাতি নিয়ে একটি সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় মাছের মধ্যে অতি উচ্চমাত্রায় পারদের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। বিষয়টি নিয়ে রাজধানী দিল্লির মাছ-ভক্তরাও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে দৈনিক প্রায় ৬০০ কুইন্ট্যাল বিভিন্ন প্রজাতির মাছ দিল্লি পাড়ি দেয়। ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিসট্রেশন বা এফডিএ মাছের শরীরে পারদ জমার নিরাপদ-মাত্রা ধার্য করেছে ০.৫ পিপিএম। সমীক্ষায় মাছের কিছু কিছু নমুনাতে নিরাপদ মাত্রার তুলনায় ৫০ শতাংশেরও বেশি মিথাইল মার্কারি পাওয়া গেছে। যে সব মাছ নিয়ে সমীক্ষাটি চালানো হয় তাদের মধ্যে জনপ্রিয় রুই, কাতলাও ছিল। তবে সমীক্ষায় ইলিশ মাছকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মাছে প্রচুর প্রোটিন এবং ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, যা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। তাই সরকারের উচিত যে সব উৎস থেকে মাছের দেহে মিথাইল মার্কারি মতো বিপজ্জনক রাসায়নিক জমছে—যেমন কলকারখানা নিঃসৃত বর্জ, সেইদিকে নজর দেওয়া।

শকুনায় নমঃ ১৪/১৮৩

এক প্রশ্নোত্তর পর্বে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদকে জানিয়েছে, কেবল ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর নির্মূল করা ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে ডিডিটি-র ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর আগে রাজ্যসভায় বিজেপি সদস্য রাজীব প্রতাপ রেড্ডি জানতে চেয়েছিলেন কৃষিতে ডিডিটি-র প্রয়োগ হচ্ছে কি না। তাঁর বক্তব্য ছিল, দেশ থেকে শকুনের সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে কমে যাওয়ার প্রধান কারণ ডিডিটি। এই বিষয়ে সংসদকে আশ্বস্ত করে কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন মন্ত্রী শ্রীকান্ত জেনা বলেন, কৃষিতে এক গ্রাম ডিডিটি-[1]* প্রয়োগ হয় না। দেশে শুধু একটি কোম্পানিই ডিডিটি তৈরি করে। ডিডিটি-র মতো বেশ কিছু বিপজ্জনক রাসায়নিকের উৎপাদন ও বিক্রি 'ইনসেকটিসাইডস অ্যাক্ট'–দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রী জেনা জানান, এখনও তাঁর দফতর ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বরের মতো রোগ ছাড়া–কৃষি বা অন্য ক্ষেত্রে ডিডিটি-র প্রয়োগ নিয়ে কোনো অভিযোগ পায়নি। তবে অভিযোগ পেলে, কঠের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি সংসদকে আশ্বস্ত করেন।

টুকটুকে ১৪/১৮৪

হিমাচল প্রদেশের একটি সাবেক প্রজাতির ধানকে বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়েছেন। লাল রঙের এই ধানটি ভারতে চাষ হওয়া বেশিরভাগ ধানের প্রজাতির তুলনায় বেশি রোগ প্রতিরোধে সক্ষম এবং প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। সংকর জাতের ধান তৈরিতে এই ধানটির গুণাগুণ কাজে লাগতে পারে। বর্তমানে সিমলার উপরিভাগে যমুনা নদীর উপনদী পব্বর-এর তীরে প্রায় হাজার একর জায়গা জুড়ে লালরঙের ধানটির চাষ হয়ে থাকে। কুলু ও কাংড়া জেলাতেও কোনো কোনো জায়গায় ধানটি ফলে। জলে ডোবা মাঠেও লাল ধানটির চাষ দিব্যি হতে পারে, যা বহু প্রজাতির ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। শুধু হিমাচলই নয়, কেরালা, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশেও ধানটির চাষ হয়। তবে পাহাড়ে চাষ হয় পুরোপুরি জৈব সার দিয়ে। ধানটিকে বিশেষ আইনি সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যার ফলে ধানটির উপর চাষিদের অধিকার কায়েম হবে এবং বিশ্ববাজারে তারা ধানটি বিক্রি করার বিশেষ সুবিধা পাবে। সবুজ বিপ্লবের সময় বেশিরভাগ সাবেক প্রজাতির ধান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ঔষধিগুণ ও ধর্মীয় কারণে প্রত্যন্ত এলাকার চাষিরা এখনও সাবেক ফসলের চাষ করছে–এই লাল রঙের ধানটি তার অন্যতম।

লৌহ কঠিন ? ১৪/১৮৫

রাজ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় যে বেশ গরমিল। এখানে স্পঞ্জ আয়রন কারখানার সংখ্যা ৬২। এর অর্ধেকেরও বেশি আছে বর্ধমানে। বাকিগুলি ছড়িয়ে আছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও দুই মেদিনীপুর জেলাজুড়ে। প্রতিটি কারখানা থেকে দৈনিক ৪ হাজার কেজি কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে মেশে। বর্ধমানের চিকিৎসকরা দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছিলেন এই বলে যে, কারখানাগুলি থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস বর্ধমানের বাতাসকে দূষিত করছে। এর কারণে, স্থানীয় মানুষদের শরীরে র‍্যাশ দেখা দিচ্ছে এবং অনেকে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত অসুখে ভুগছে। দূষণ ঠেকাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কারখানার কর্তৃপক্ষকে কারখানার আশেপাশে গাছ লাগাতে বলে। সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয় জুলাই ১৪ থেকে ২১-এর মধ্যে। কিন্তু কর্তৃপক্ষরা বেঁকে বসে, জানায় ওই সময়সীমার মধ্যে কারখানা পিছু ৫ হাজার গাছ লাগানো সম্ভব নয়। তাদের অ্যাসোসিয়েশন আরও জানায়, গাছ লাগানোর জন্য খরচ করতে তাদের অসুবিধা নেই। কিন্তু তার জন্য যে জমি দরকার তা তাদের হাতে নেই। এই পরিস্থিতিতে পর্ষদ পিছু হটে এবং পরবর্তী সময়সীমা বাড়িয়ে করা হয় অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

...বর্গি এল দেশে — ১৪/১৮৬

পরিবেশ মন্ত্রক জানিয়েছে ১৩ ধরনের জি এম ধান নিয়ে দেশে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হয়েছে। যার পাঁচটা পোকা-প্রতিরোধী, এ খবর দিচ্ছে অ্যাগ্রো পত্রিকা।
অন্যদিকে ঝাড়খণ্ডে, মাহাইকো আইনী-সাবধানতা না মেনেই জি এম ধানের পরীক্ষা করেছে। জমিটা রাঁচির রাতু ব্লকের সাদ্রং গ্রামে। পরীক্ষা হয়েছে মাঠের মাঝখানে জমির চারপাশে কোনো ঘেরা ছাড়াই। যা দিয়ে প্রকৃতির স্বাভাবিক ধানগুলোকে আলাদা করে রাখা হয়।

আরো সমস্যা হল একটা অংশ কেটে বাকিটা জমিতে রেখে দেওয়া হয়েছে। আইন অনুযায়ী পুড়িয়ে ফেলার কথা। ওই ধান কেটে জমির পাশে ছুঁড়েও ফেলা হয়েছে। কোম্পানি যদিও সরকারকে জানিয়েছে যে বাকি সব ধান পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ওইসব দেখে জিন ক্যামপেনের কর্মীরা ছুঁড়ে ফেলা ফসল থেকে হওয়া শস্যের পাতা ও ধান বীজ সংগ্রহ করেছে। ওই CRYIAC জিন পাওয়া গেছে। যা কিনা বিটি ধানের জিন। ঢুকে গেছে দেশীয় প্রজাতিতে।
ঝাড়খণ্ড-এর যেসব জায়গায় ধানের ফলন দেশে সবচেয়ে বেশি, সেখানে এই জিন প্রকৃতির স্বাভাবিক ধানে ঢুকে যাওয়ায় ক্ষতি হবে রফতানির। মধ্য প্রাচ্য, ইউরোপ ও আফ্রিকা যার বাজার। তাই জিন ক্যামপেন দরবার করেছে, জি এম অনুমোদনের শীর্ষ সংস্থা GEAC-র কাছেও বিধিভঙ্গের জন্য মাহাইকো থেকে অনুমোদন তুলে নিতে। এই সমস্ত খবরই পাওয়া যাচ্ছে জিন ক্যামপেন সংগঠন সুত্রে।

হার্বি-সুইসাইড — ১৪/১৮৭

ইংল্যান্ডে মানুষজন একটি আগাছানাশক নিষিদ্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আগাছানাশকটির নাম অ্যামিনোপাইরেলিড। গত বছর এইজন্য ইংল্যান্ডে ঘরোয়া আলু ও টোম্যাটো চাষে বিপুল ক্ষতি হয়েছে। কারণস্বরূপ জানা যায়, এর জন্য দেওয়া সারে ওই অ্যামিনোপাইরেলিড রয়েছে। অ্যামিনোপাইরেলিড দেওয়া হয়েছিল তৃণভূমিতে। তৃণভূমির ঘাস খেয়েছে যেসব গৃহপালিত, তাদের বিষ্ঠাতেই তৈরি হয়েছে এই সার। এই সার দেওয়ার ফলে অনেক জমিই আগামী একবছর বিফলা থাকবে! ওদেশের কীটনাশক নিরাপত্তা অধিকার জানিয়েছে যে, অ্যামিনোপাইরেলিড সহজেই মাটিতে মিশে যায়. আর জমির আগের অবস্থা, ফিরতে লাগে বড় জোর ছ মাস। সারের উৎপাদক ডাও এই নিয়ে গবেষণা বাতিল করেছে।
এতসবের পরে একবছর পেরিয়েও অনেক জমি আগের অবস্থায় পৌঁছোয়নি। সার ব্যবসায়ী ও মানুষজন উভয়েই এর ফলে হতাশ।

ডাও নতুন করে অ্যামিনোপাইরেলিড আবার ফিরিয়ে আনতে চাইছে। কিন্তু এই নিয়ে সেরা ভুক্তভোগী গ্রিন লেন অ্যালটমেন্টর কিন্তু একে নিকেশ করতে একবারে নাছোড়। ডাওকে এই নিয়ে আর অনুমতি না দিতে সরকারের কাছে তারা দরবার করছে। অ্যালটমেন্ট-এর পক্ষে শুরু হয়েছে স্মারকলিপির জন্য গণস্বাক্ষর অভিযান। এসব খবর দিচ্ছে পেস্টিসাইড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক ইউ কে।

প্রকাশিত হয়েছে

এই আইনের ব্যবহারে নাগরিক-সুবিধার প্রসারে আমরা কাজ করছিলাম। চিন্তা ও প্রয়োগে নাগরিক-মানসে তার পরিধিও বেড়েছে একটু। সাড়াও মিলছে কোথাও কোথাও। কিন্তু আইনের অন্য প্রান্তে যে সরকারি তথ্য-কর্মী আছেন তথ্য দেওয়ার জন্য, তিনি নিয়ত আমাদের ভাবনায় ছিলেন। কিন্তু তাঁর সহায়িকা তৈরিতে তেমন জোর দিইনি কখনো। কারণ, এই কাজের জন্য সরকার রয়েছে। ভেবেছি সরকারই তাঁকে সব জানিয়ে দেবে সবিস্তারে। কিন্তু আইন একে একে চারবছর পেরোল, তেমন উদ্যম কোথাও সরকার-পক্ষে লক্ষ্য করিনি। এবার তাই আমরাই প্রস্তুতি নিলাম সেই কাজের। প্রকাশিত হল তথ্য-কর্মী সহায়িকা। যেহেতু সরকারি কর্মী-ই তথ্য সাজিয়ে আমাদের দেবেন, তাই তাঁকে আমার বিশেষায়িত করতে চাইছি 'তথ্য-কর্মী' অভিধায়। আইনে, দফতরে কে তথ্য দেবেন তা নির্দিষ্ট। কিন্তু বইটি দফতরে স্তর-পদ ছাড়িয়ে সব কর্মীরই উপকারে লাগবে আশা করি।
বইয়ের বিষয় বিস্তারিত হয়েছে নাগরিকের অবস্থান থেকে। কিন্তু সরকারি দায়িত্বের প্রেক্ষিত, সীমা, সম্পর্ক ইত্যাদি জানেন সরকারি আধিকারিক। তাই এই প্রকাশনা নিয়ে তাঁদের স্বতন্ত্র মত থাকবে। সেই মত পরের সংস্করণকে আরো শোভন করবে বলে আশা রাখি। তাই সেই মতকে আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

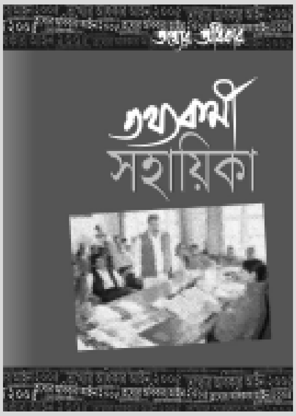

যোগাযোগ | ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ :** ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুণ্ডু